লজিক ইজ লজিক

জর্জ অমন ভীরু মনের মানুষ নয় যে মাগনা খেতে বসলেও খাবারের সমালোচনা করতে পারবে না। সে তার হতাশার কথা ব্যাখ্যা করে আমাকে, মানে যতটা ভদ্রতা করে বলা সম্ভব— কিংবা আমাকে যতটুকু বলা উচিত বলে মনে করে সে, তবে দুটো জিনিস যে এক নয় তা বলা বাহুল্য।

'তখনকার খাবার,' নাক সিঁটকায় জর্জ, 'খুবই বাজে। মাংসের চপগুলো যথেষ্ট গরম নয়, হেরিং-এ ঠিকমতো লবণ দেয়া হয়নি। চিংড়িগুলো মচমচে করে ভাজা হয়নি। চিজটাও খেতে তেমন স্বাদ নেই, সেদ্ধ ডিমেও যথেষ্ট পরিমাণে গোল-মরিচের গুঁড়ো ছেটানো হয়নি—'

আমি বললাম, 'জর্জ, এ নিয়ে তিনটে প্লেট তুমি সাবাড় করেছ (জর্জকে আমি তুমি বলি, ও আমাকে 'আপনি' আর 'ওল্ডম্যান' সম্বোধন করে)। আরেকবার খেলেই তোমার পেট ফেটে যাবে। রান্না যদি ভালোই না হয়ে থাকে তারপরও এত খাচ্ছ কেন?'

জর্জ জবাব দিল, 'না খেলে যে হোস্টকে অপমান করা হবে। হোস্টের পরিবেশিত খাবার প্রত্যাখ্যান করি কিভাবে?'

'ওগুলো আমার খাবার নয়, রেস্টুরেন্টের।'

'এই বিশ্রী হোটেলের মালিকের কথা বলছিলাম। আচ্ছা, ওল্ডম্যান, ভালো কোনো ক্লাবে আপনি সদস্য হননি কেন?'

'আমি? খামোকা অনেকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কী? বিনিময়ে পারটা কী?'

'ভালো কোনো ক্লাবের সদস্য হলে বিনিময়ে আপনার অতিথি হয়ে সুখাদ্য গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু না,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল জর্জ, 'খামোকাই স্বপ্ন দেখছি। কোনো অভিজাত ক্লাবই বা আপনাকে সদস্যপদ দিতে রাজি হবে?'

www.banglainternet.com

'যে কোনো ক্লাব, যেটা তোমাকে অতিথি হবার অনুমতি দেবে, সেটা নিশ্চয়ই আমাকেও অনুমতি দেবে—' শুরু করে দিলাম, দেখলাম কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে।

'মনে পড়েছে,' চোখ ঝিকিয়ে উঠল জর্জের। 'এক ক্লাবে মাসে আমি অন্তত একবার ডিনার করতাম। সে ক্লাবের বুফে ডিনারের তুলনা নেই। আমার এক বন্ধু ছিল অ্যালিস্টেয়ার টোবাগো ক্রাম্প, ষষ্ঠ, সে ক্লাবের সদস্য ছিল। সেই আমার হোস্ট।'

'জর্জ,' বললাম আমি, 'অ্যাজাজেলকে নিয়ে আবার কোনো গল্প ফাঁদতে চাইছ যে কেউ একজন বিপদে পড়েছিল এবং তোমরা তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল?'

'আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, এটা একটা বলার মতো গল্প বটে। প্রথম থেকে শুরু করি তাহলে।'

অ্যালিস্টেয়ার টোবাজো ক্রাম্প, ষষ্ঠ, জন্ম থেকে ইডেন ক্লাবের সদস্য। তার বাবা অ্যালিস্টেয়ার টোবাগো ক্রাম্প, পঞ্চম, ছেলে মা'র পেটে থাকতেই তাকে ক্লাবের সদস্য বানিয়ে দেন। অ্যালিস্টেয়ার টোবাগো ক্রাম্প, পঞ্চমত, তার বাবার দ্বারা একইভাবে সদস্যপদ লাভ করেন।

ইডেন ছিল উত্তর আমেরিকার সবচে' দামি ক্লাব। ক্লাবের নাম জানতেন শুধু এর সদস্যরা আর অল্প ক'জন অতিথি। এমনকি ক্লাবটা কোথায় তাও জানা ছিল না আমার। কারণ চোখ বেঁধে আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছার সময় নুড়ি বেছানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি।

ইডেন ক্লাবের কোনো মালিক ছিল না। কারণ প্রাচীনতম এ ক্লাবের পূর্বপুরুষদের কোনো বংশধরের সন্ধান মেলেনি। কারণ ক্লাবে কোনো বংশলতিকার তালিকা ছিল না। যদ্দুর জানি এ ক্লাব সপ্তদশ শতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আমার বন্ধু এ ক্লাবের সদস্য হবার গর্বে গর্বিত ছিল। প্রায়ই সে আমাকে বলত, 'জর্জ, ইডেন আমার রক্তমাংসে মিশে আছে, আমার অস্তিত্বের অংশ এ ক্লাব। আমার অনেক শক্তি আর সহায় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও ক্লাব না থাকলে নিজেকে শূন্য বলে মনে হতো।'

অ্যালিস্টেয়ারের অনেক টাকা ছিল। প্রচুর টাকা না থাকলে ইডেন ক্লাবের সদস্য হওয়া যায় না। তবে সম্পত্তি থাকতে হবে বংশানুক্রমিক,

www.banglainternet.com

আয় করা টাকা দিয়ে সদস্য হওয়া চলবে না। আমার বাবা আমার জন্যে মিলিয়ন ডলার রেখে যেতে ভুলে গেছেন। ফলে ক্লাবের সদস্যপদ পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যদিও কাজ করে খাওয়ার কষ্ট আমাকে কখনোই পোহাতে হয়নি—'

'আমি জানি সে কথা', এটা যেন বলবেন না, ওল্ডম্যান। কারণ এটা আপনার জানার কথা নয়।

যা হোক, ক্লাব নিয়ে গর্ব করলেও অ্যালিস্টেয়ারের মনে শান্তি ছিল না। কারণ ইডেনের সদস্যরা তাকে এড়িয়ে চলত। ও গুছিয়ে কথা বলতে পারত না, তেমন চালাক-চতুর ছিল না, কোনো ব্যাপারে মত দেয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না। যদিও ক্লাবের সদস্যদের বিচার-বুদ্ধি ক্লাস ফোরের ছাত্রদের চেয়ে বেশি ছিল না, তারপরও ওইটুকু বুদ্ধিও মস্তিষ্কে ধরত না অ্যালিস্টেয়ারের।

রাতের পর রাত ইডেনে বসে আছে ও ভিড়ের মাঝে। একা। ওর হতাশাটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। আড্ডার বন্যা বয়ে যেত অথচ ওকে কেউ ডাকত না। তবুও প্রতি রাতে ক্লাবে তার হাজির থাকা চাই-ই। তাকে ঠাট্টা করে 'আয়রন ম্যান ক্রাম্প' ডাকা হতো। তবু টনক নড়েনি অ্যালিস্টেয়ারের।

আমাকে মাঝে মাঝে ওই ক্লাবে নিয়ে যাবার সুযোগ পেত অ্যালিস্টেয়ার। আমি আয়-উপার্জন করতাম না, কোটিপতি বাবার হোটেলে বসে বসে খাই, এসব বেশ পছন্দ করত ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। সবচে' সেরা খাবার চলে আসত আমার টেবিলে। কিন্তু দেখতাম অ্যালিস্টেয়ারের মুখে হাসি নেই। ওর জন্যে মায়া লাগত আমার। ও দেখতে সুদর্শন। লম্বা, সোনালি চুল। সব কিছুই আছে ওর শুধু নেই বাগ্মীতা। তবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অ্যাজাজেলই পারবে। অ্যাজাজেলকে তার রহস্যময় জগৎ থেকে আবার ডেকে পাঠালাম আমি। তবে বিরক্ত হল না ও। অ্যালিস্টেয়ারের কথা বললাম ওকে। আমাকে অবাক করে দিয়ে বারবার করে কেঁদে ফেলল অ্যাজাজেল। লাল লাল ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল চোখ বেয়ে। বোধহয় চোখের পানি। একটা ফোঁটা ঢুকে গেল আমার মুখে। স্বাদটা অনেকটা সস্তা লাল মদের মতো।

'কী দুঃখজনক ঘটনা,' বলল সে, 'আমি খুদে একটা বস্তুর কথা জানি যাকে তারচে' অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্নরা সুযোগ পেলেই তিরষ্কার করত। এরচে' করুণ ঘটনা কিছু হতে পারে না।'

www.banglainternet.com

'কে সেই খুদে বস্তু যাকে নিয়ে সবাই মশকরা করত ?' জানতে চাই আমি।

'আমি ?' বলে নিজের ছোট্ট বুকে আঙুল ঠোকে অ্যাজাজেল।

'এত ভাবাই যায় না,' বলি আমি। 'তুমি ?'

'আমি নাও হতে পারি,' বলে সে। 'তবে সে আমার মতোই কেউ। তোমার বন্ধু কী করে যার জন্যে সবাই তাকে নিয়ে মশকরা করে ?'

'সে জোকস বলে। মানে বলার চেষ্টা করে আর কি। তবে রদ্দিমার্কা সব জোকস। বলতে শুরু করে। উল্টোপাল্টা বলে তারপর ভুলে যায়। তার জোকস শুনে আমি বহুবার লোকজনকে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। তবে হাসতে দেখিনি কাউকে।' মাথা নাড়ল অ্যাজাজেল। 'খারাপ। খুব খারাপ। তবে ঘটনাক্রমে আমি খুব ভালো জোকস-বলিয়ে। তোমাকে প্লকস আর জিনিরামের ওই গল্পটা কি বলেছিলাম যে দু'জনে মিলে—'

'শুনেছি গল্পটা,' মিথ্যা বললাম আমি, 'তারচে' বরং আমার বন্ধুর সমস্যাটা নিয়ে ভাবি।'

অ্যাজাজেল বলল, 'কোনো সরল কৌশল আছে যাতে জোক বলিয়ের উন্নতি হতে পারে ?'

'সাবলীলভাবে বলা যেতে পারে,' বললাম আমি।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল অ্যাজাজেল। 'ভোকালকর্ডের উন্নতি সাধন করতে হবে। তারপর উচ্চারণের ব্যাপার আছে। যাহোক, চিন্তা করো না। আমি এ সমস্যার যতটুকু পারি সমাধান করে দেব। তবে আমার ক্ষমতা অসীম নয়, তাও তুমি জান।'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী ?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, ক্ষতি কি!' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় অ্যাজাজেল।

হপ্তাখানেক পরে অ্যালিস্টেয়ার টোবাগো ক্রাম্প, ষষ্ঠ'র, সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল ফিফথ এভিন্যু এবং ফিফটি-থার্ড স্ট্রিটের মাঝামাঝিতে। তার চেহারায় বিজয়ের চিহ্ন খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

'অ্যালিস্টেয়ার,' বললাম আমি, 'সম্প্রতি কোনো জোকস বলনি তুমি ?'

'জর্জ,' বলল সে, 'কে আমার জোকস শুনবে। মাঝে মাঝে ভাবি আমি আসলে গড়পড়তা মানুষের চেয়ে ভালো জোকস বলতে পারি না।'

www.banglainternet.com

'তাহলে একটা কথা বলি শোনো। আমার সঙ্গে এক জায়গায় চল। তোমাকে এমন একটা পথ বাতলে দেব যে তুমি আর জোকস বলতে ভয় পাবে না।'

শুরুতে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হল না অ্যালিস্টেয়ার। তবে আমার চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্বের কাছে ওকে পরাজিত হতে হল। শেষে জিতলাম আমি। আমি আমার চেনা একটা জায়গায় নিয়ে গেলাম ওকে। রাত তখন এগারোটা। ওখানে মাত্র দশ/এগারোজন লোক ছিল। তবে আমার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে যথেষ্ট।

আমি বলতে লাগলাম, 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এক বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, ভাষাবিদ এক ভদ্রলোক, যার সাথে পরিচিত হয়ে আপনাদের ভালো লাগবে। ইনি অ্যালিস্টেয়ার টোবাগো ক্রাম্প ষষ্ঠ, কলম্বিয়া কলেজের ইমারসোনিয়ান প্রফেসর অব ইংলিশ এবং 'সঠিক ইংরেজ বলবেন কিভাবে' বইয়ের লেখক। প্রফেসর ক্রাম্প, অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সুধীজনের উদ্দেশে কিছু বলবেন কি?'

সিধে হল ক্রাম্প, ওকে রীতিমতো বেকুবের মতো লাগছে। শুরু করল, 'হোনেন, আপনে গো হগ্গলরে উনেক দইন্যেবাদ।'

ওল্ডম্যান। কী বলব, এমন অবাক জীবনে হইনি। ক্রাম্পের কথা শুনে বিস্ফারিত হল জনতা, হাসির হল্লা বয়ে যেতে লাগল। হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের ওপর পড়ে গেল চেয়ার-টেয়ার উল্টে। ক্রাম্প অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। সে আমাকে যা বলল তার মর্মার্থ হল এই, 'আমি এমন বিপুল প্রতিক্রিয়া আশা করিনি।'

'নেভার মাইন্ড,' হাসি চেপে বললাম আমি, 'চালিয়ে যাও।'

হাসি থামতে সময় লাগল। তবে ক্রাম্প জোকস বলা শুরু করে দিয়েছে। আইরিশ, স্কটিশ, ককনি, মিটেলইউরোপিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রিক ইত্যাদি নানা ভাষায় মিশেল দিয়ে একটার পর একটা জোকস বলে গেল ও। তবে সবচে' স্বচ্ছন্দে বলল ব্রুকলিন অর্থাৎ ওর স্থানীয় ভাষায়।

তারপরে প্রতি সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে আমি ইডেনে গেলাম। ডিনার শেষে গেলাম আগের জায়গায়। তবে প্রথম দিন যে ক'জন লোক পেয়েছিলাম, পরে গিয়ে একটা কাক-পক্ষীও দেখতে পেলাম না।

শান্তভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করল ক্রাম্প। তবে ওকে হতাশ আর মনমরা লাগল। ও বলল, 'দ্যাখো, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তারচে' আমার যোগ্যতা ইডেনের সদস্যদের সামনে প্রমাণ করে দেখাতে চাই।

www.banglainternet.com

ওরা আমার জোকস পছন্দ করেনি কারণ কখনো মাথায় এ বুদ্ধি আসোন যে আঞ্চলিক ভাষায় জোকস বলব। সত্যি বলতে কি, ভাবিই নি এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব।' খাঁটি ব্রুকলিনি ভাষায় কথা বলছিল ও। অন্য যে কারো কানে কর্কশ শোনাবে কথাগুলো। বললাম সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দিতে। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

আমি ইডেনের ম্যানেজারকে পটিয়ে একটা ফ্রি শো'র ব্যবস্থা করে ফেললাম। এ ক্লাবের সদস্যরা ফ্রি টিকিট পেলে যে কোনো শো দেখতে রাজি।

শো-টা দুর্দান্ত হল। কোরিয়ান এবং দক্ষিণী উচ্চারণে জোকস বলল ক্রাম্প। ইডেনের সদস্যরা প্রথম কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে রইল। আমার মনে হল ওরা ক্রাম্পের সূক্ষ্ম রসিকতা বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওরা আসলে স্থবির হয়ে পড়েছিল বিস্ময়ে, বিস্ময় কেটে যেতে হাসতে শুরু করল সকলে।

সে কী হাসি! হাসির চোটে চেয়ার-টেবিল ভেঙে পড়ে আর কি। কেউ কেউ উল্লাসের চোটে মাংসের চপ ছুঁড়ে দিল বাতাসে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে ম্যানেজার মহা খুশি। সে এসে ক্রাম্পকে শুধু 'মাই বয়! মাই বয়!' বলতে লাগল। খুশিতে সে ক্রাম্পের হাতে পঁচিশ ডলারের একটা চেকও গুঁজে দিল।

শুরুটা হল এভাবে। ক্রাম্প ক্রমে বিখ্যাত হয়ে উঠল। স্রোতের মতো টাকা আসতে লাগল তার কাছে। তবে আগে থেকেই ধনী ছিল বলে ক্রাম্প সমস্ত টাকা আমাকে দিয়ে দিল। বছর না ঘুরতেই আমি কোটিপতি হয়ে গেলাম। কাজেই আমি আর অ্যাজাজেল শুধু দুর্ভাগ্য বয়ে আনি, আপনার এই ধারণা যে কতটা নির্বোধের মতো উক্তি বুঝতেই পারছেন।

আমি সকৌতুকে তাকালাম জর্জের দিকে। 'কিন্তু তোমার হাতে এখন কোনো টাকা নেই বলে তুমি আর কোটিপতি নও, জর্জ। কাজেই বলতে পারি ওটা নিশ্চয়ই একটা স্বপ্ন ছিল।'

'একদম না,' গর্বভরে বলল জর্জ। 'আমার গল্প সম্পূর্ণ সত্যি। প্রতিটি শব্দ সত্যি। তবে শেষে শুধু একটু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি। ক্রাম্প যদি বোকামিটা না করত তাহলে যা বলেছিলাম তাই ঘটত।'

'বোকামি ? কেন কী করেছে সে ?'

'পঁচিশ ডলারের চেকটা পেয়ে সে ওটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে এবং

www.banglainternet.com

ইডেনে নিয়ে যায় দেখানোর জন্যে। সবাইকে ডাঁট মেরে চেক দেখাচ্ছিল বোকাটা। ইডেনের সদস্যরা তখন করল কি ? ক্লাবে কঠোর নিয়ম ছিল কেউ টাকা আয় করলে তাকে ক্লাব থেকে বের করে দেয়া হবে। কাজেই তারা বাধ্য হল কাজটা করতে। আর ক্লাব থেকে বিতাড়িত হবার দুঃখে ভয়ানক হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল ক্রাম্পের। কাজেই তার দুর্দশার জন্যে আমি বা অ্যাজাজেল কেউ দায়ী নই।'

'কিন্তু চেকটা ফ্রেমে যদি বাঁধিয়েই রাখে ক্রাম্প, তার মানে সে তো টাকাটা নেয়নি।'

জর্জ ডান হাত তুলল, বা হাতে খাবারের বিলটা ঠেলে দিল আমার দিকে। 'এটা হল নিয়মের ফাঁদ। ইডেনিরা খুব ধর্মবিশ্বাসী ছিল। ইডেন বা স্বর্গের বাগান থেকে ঈশ্বর যখন অ্যাডামকে তাড়িয়ে দেন, তখন তাকে কাজ করে খেতে বলেছিলেন। যদ্দুর মনে পড়ে কথাগুলো ছিল এ রকম, 'ইন দা সুয়িট অব দাই ফেস শ্যালট দো ইট ব্রেড।' এর বিপরীত ব্যাপারটা হল আপনি কিছু করে খেতে গেলে ইডেন থেকে বিতাড়িত হবেন। কারণ লজিক ইজ লজিক।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com